classmate
Date
Page

আত্মবিলাপ -
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১। জীবন-প্রবাহ বহি / কাল-সিন্ধু পানে যায় / ফিরাব কেমনে ?

ক) কার উক্তি ?

উঃ/ মধুসূদনের রচনাবলীর 'নানা কবিতা' অংশ থেকে গৃহীত 'আত্মবিলাপ' কবিতায় জীবনদুঃখে জর্জরিত - কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই উক্তি করেছেন।

খ) জীবনকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ?

জীবনকে কবি এখানে নদীর সাথে তুলনা করেছেন। কবি সর্বদা আশার পেছনে ছুটেছেন। আশাকে সার্থকতা দিতে গিয়ে কত কি শ্রম করেছেন। জীবন হল নদীর প্রবাহের মত। এক মুহূর্তের জন্য তা থেমে থাকে না। সময়ের সাথে সাথে জীবন বয়ে যায়।

গ) জীবন-প্রবাহ কোন্ দিকে চলছে ?

উ/ জীবনরূপ নদী অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে মৃত্যুরূপ সমুদ্রের সাথে মিশতে. যেমন নদী উদ্দাম গতিতে ছুটে চলে সাগরের সমুদ্রে মিলতে. জীবনও তেমনি অবিরাম ছুটে চলেছে মৃত্যুর সমুদ্রের সাথে মিলতে। একে আটকাবার কারোর ক্ষমতা নেই। একদিন একদিন করে আমাদের বেঁচে থাকার সময়সীমা কমছে, বয়স বৃদ্ধির কারণে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি।

ঘ) সিন্ধু কি ?

উ/ সিন্ধু কথাটির অর্থ হল সাগর।

ঙ) 'কাল-সিন্ধু' শব্দটির অর্থ কি ?

উ/ 'কাল-সিন্ধু' শব্দটির অর্থ হল সময়রূপ সাগর। কবি আমাকে সঠিক ঠিকানা দিতে গিয়ে কত কি শ্রম করেছেন! জীবন নদী কাল সিন্ধুর দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

যে কাল তিনি অতিবাহিত করেছেন,
তাতো আর ফিরে পাওয়া যায় না।
সময়ের সাগরে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

২/ 'নীর-বিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলমলে?

ক) 'নীর-বিন্দু' কি?

উ/ 'নীর-বিন্দু' হল জলবিন্দু।

খ) দূর্বাদলের উপরে তার স্থায়িত্ব কতক্ষণের?

উ/ দূর্বাদলের উপরে যে জলবিন্দু জমে, তাতে সূর্যকিরণ পড়ামাত্র শুকিয়ে যায়। সেই জলবিন্দু কিছুসময়ের জন্য জ্বলজ্বল করে। শিশির বিন্দু ক্ষণস্থায়ী।

গ) নীরবিন্দুর সঙ্গে এখানে কার তুলনা করা হয়েছে?

নীরবিন্দুর সঙ্গে কবি যৌবন কালের তুলনা করেছেন। দূর্বাদলের উপর শিশির বিন্দু যেমন ক্ষণস্থায়ী, যৌবন ও তেমনি ক্ষণস্থায়ী।

ঘ) কি বোঝাতে বক্তা এই উক্তি করেছেন ?

উ:/ জীবন উদ্যানে, জীবন প্রবাহে যৌবন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী যৌবনকে কবি অবহেলা করেছেন, অমনন করেছেন আশা পূরণের পেছনে। জীবন-উদ্যানে যৌবনকাল প্রস্ফুটিত ফুল কতদিন থাকবে। যৌবন তো চিরস্থায়ী নয়।